

লাভবার্ডস (নতুন লেখা)

NAFIS SADIK DIPTO·WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2017

লাভবার্ড পালনে নতুন করে অনেকেই আগ্রহী হচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। এই পোস্ট টা তাদের জন্য যারা লাভবার্ড পুষতে চান এবং এদের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী। আশা করছি উপকৃত হবেন।

১। ইতিহাস :

লাভবার্ডের বৈজ্ঞানিক নাম Agapornis. এদের আদিবাস আফ্রিকা মহাদেশ। তবে একটি ব্যতিক্রম আছে, মাদা গাস্কার লাভবার্ড যেটির আদিবাস মাদাগাস্কার আইল্যান্ড। লাভবার্ড কে কেন লাভবার্ড বা ভালোবাসার পাখি বলা হয় এই নিয়ে অনেক মতামত আছে, তবে যেটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সেটি হল এদের দাম্পত্য বন্ধন খুব দৃঢ় হয়, এজন্যই এই নাম।

২। দৈহিক গঠন :

লাভবার্ড দেখলেই যে জিনিসটা সবার আগে চোখে পড়ে সেটা হলো এর ছোট্ট লেজ। সম্পূর্ণ পাখিটার আকার ৫-৬ থেকে ইঞ্চি, লেজটা মাত্র ১-১.৫ ইঞ্চি। ওজন ৪০ থেকে ৬০ গ্রাম। চোখদুটো বেশ বড় বড়, যা অন্য যেকোন পাখির থেকে অনেক বেশি মায়াবি। ঠোঁট টাও বেশ বড় এবং ধারালো।

৩। মিউটেশন বা জাত :

পৃথিবীতে লাভবার্ডের মোট ৯ টি প্রজাতি আছে, এদের আবার অসংখ্য উপপ্রজাতি আছে যা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে আমাদের দেশে যেগুলো বেশি পাওয়া যায় সেগুলো হলো লুটিনো, রোজি ফেসড বা পিচ ফেসড, গ্রিন ফিসার, লুটিনো ফিসার, ইয়েলো ফিসার, চিকমাস্ক বা ব্লাকমাস্ক, ব্লু মাস্ক, বিভিন্ন রকম অপালিন ইত্যাদি। এছাড়া লাভবার্ড মূলত ২ টি গোত্রে বিভক্ত - রিং বার্ড এবং নন রিং বার্ড। ফিসার গোত্রের যেকোন পাখিই রিং বার্ড, যেমন- গ্রিন ফিসার, লুটিনো ফিসার ইত্যাদি। এছাড়া চিকমাস্ক, ব্লু মাস্ক, ভায়োলেট মাস্ক এর মতো মিউটেশন গুলাও রিং বার্ড। নন রিং বার্ডের মধ্যে যেকোন অপালিন মিউটেশন, সাধারণ লুটিনো, পিচ ফেস বা রোজি ফেস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রিং বার্ড এবং নন রিং বার্ড জোড়া দিলে যে বাচ্চা বের হয় তাকে ক্রসব্রিড বা হাইব্রিড বলে। এই বাচ্চা দ্বিতীয়বার আর ব্রিড করতে পারে না। তাই পাখি জোড়া দেওয়ার সময় এবং ক্রয় করার সময় এ

বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। হাইব্রিড লাভবোর্ড কিভাবে চিনবেন এ বিষয়ে পরবর্তীতে একটা পোস্ট করবো ইনসাল্লাহ।

৪। আচার-আচরণ :

লাভবোর্ড খুবই চটপটে একটি পাখি, সারাদিন বিভিন্ন রকম কাজে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে। তবে এদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আচরণটি হল উচ্চস্বরে চিল্লাচিল্লি। এটা অনেকের কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও লাভবোর্ড প্রেমীদের কাছে খুবই মনোহর। এছাড়া আরও একটি বিষয় হল লাভবোর্ড প্রচন্ড রকমের ভীতু। কোনো রকমের শব্দ পেলেই লুকানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, খাঁচায় হাড়ি/বক্স দেয়া থাকলে সাথে সাথে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এছাড়া বসার ডাল, খেলনা ইত্যাদি চাবানো এদের অন্যতম প্রিয় একটি কাজ

৫। খাঁচা :

লেজ একদম ছোট্ট হওয়ায় এদের নড়াচড়া করতে জায়গা কম লাগে ঠিকই, কিন্তু অনেক ছোট্টাছুটি করে বিধায় খাঁচা একটু বড় দেয়াই শ্রেয়। খাচার মাপ ২৪"২৪"২৪ ইঞ্চি হলে ভালো হয়। জায়গার সমস্যা থাকলে যেকোন একটা সাইড ১৮ করে দেয়া যেতে পারে বা সুবিধা অনুযায়ী এ্যাডজাস্ট করে নেয়া যেতে পারে। খাঁচা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই জরুরী, সম্ভব হলে ট্রে প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে এবং মাসে অন্তত একবার পাখি সরিয়ে খাঁচাটা ঘষে মেজে কড়া রোদে শুকাতে হবে। যেহেতু এরা বিভিন্ন জিনিস চাবাতে পছন্দ করে তাই খাঁচায় নিম & সজনের ডাল দেয়া যেতে পারে। বসার ডাল টা যথেষ্ট মোটা ও শক্ত দেখে দিতে হবে।

৬। খাবার-দাবার :

লাভবোর্ডের সীডমিক্সে ধান, চীনা, কাউন, সূর্যমুখী ফুলের বীজ, তিশি, গুজিতিল, কুসুম ফুলের বীজ, ক্যানারী, মিলেট ইত্যাদি দেয়া যায়। সীডমিক্সের নির্দিষ্ট কোনো অনুপাত নেই কারণ সব পাখির পছন্দ-অপছন্দ এক না। সীডমিক্সের পাশাপাশি নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের শাক, সবজি, ফলমূল দেয়াও জরুরী। খাঁচায় কাটেল ফিসবোনও রাখতে হবে।

৭। রোগ-ব্যাদি :

লাভবোর্ড যথেষ্ট শক্ত পাখি। অসুখ-বিসুখ খুব কমই হয়। তাই আপনার লাভবোর্ডকে কখনই বিনা কারনে কোনো মেডিসিন দিবেন না এবং নিয়মিত সজনে পাতা, নিম পাতা, এ্যালোভেরা ও শাকসবজি খাওয়াবেন। খাঁচা, খাবারের পাত্র, পানির পাত্র ও পারিপার্শ্বিক

পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন, নিয়মিত গোসল করাবেন। তাহলেই আপনার পাখি সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল এবং রোগমুক্ত থাকবে।

৮। ছেলে-মেয়ে শণাক্তকরন :

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরিষ্কার করতে হলে অনেক কিছুই বলতে হবে, কেননা লাভবার্ডের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে খুজে বের করা যথেষ্ট কষ্টকর। এই ব্যাপারে আপনাদের জন্য কিছু টিপ্স নিচে দেওয়া হলো-

- যেকোন পাখির ছেলে-মেয়ে শনাক্ত করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো পেলভিক বোন টেস্ট। পাখির ভেন্ট এ দুটো লম্বাটে হাড় থাকে যা পেলভিক বোন নামে পরিচিত। মেয়ে পাখির ক্ষেত্রে এই হাড় দুটোর মধ্যে দিয়ে ডিম আসে বলে দুই হাড়ের মাঝে যথেষ্ট ফাক থাকে যা প্রায় আঙ্গুল বসে যাওয়ার মতো। অপরদিকে ছেলে পাখির ক্ষেত্রে এই হাড়দ্বয়ের মাঝখানে কোন ফাক থাকে না। তাই আঙ্গুল দিয়ে এই ভেন্ট এরিয়া পরীক্ষা করে সহজেই ছেলে-মেয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব। তবে এটা করার জন্য আপনাকে অবশ্যই যথেষ্ট অভিজ্ঞ হতে হবে অথবা অভিজ্ঞ কারোর সাহায্য নিতে হবে।

- পেলভিক বোনের মাঝে বেশি ফাক থাকার কারনে মেয়ে পাখি সব সময় পা একটু ফাক করে বসে কিন্তু ছেলেরা দুই পা একসাথে করে বসে।

- যদি ছেলে ও মেয়ের বয়স কাছাকাছি হয় এবং উভয়েই সমান যত্ন পেয়ে থাকে তাহলে মেয়েটা ছেলেটার থেকে আকারে একটু বড় হবে।

- ছেলেদের লেজ সাধারণত "V" শেপ এর মতো হয়, কিন্তু মেয়েদের হয় "U" এর মতো।

- ছেলে লাভবার্ড এর মাথা সাধারণত সম্পূর্ণ গোলাকার হয়, কিন্তু মেয়ে পাখির ক্ষেত্রে কিছুটা ফ্লাট বা সমান থাকে।

- রিং বার্ডের ক্ষেত্রে মেয়ে পাখি গুলা নেস্ট বা ঘর বানানোর সময় নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল পানিতে ভিজিয়ে তারপর হাড়িতে বা বক্সে নিয়ে যায়। কিন্তু ছেলেরা সরাসরিই নিয়ে যায়। নন রিং বার্ড না ভিজিয়ে সরাসরিই ঠোটে ও বগলে করে নিয়ে যায়।

- লাভবার্ড সাধারণত ১ দিন গ্যাপ দিয়ে সর্বোচ্চ ৪-৬ টা ডিম পাড়ে। তাই প্রতিদিন ডিম পাড়লে এবং ডিম ৬ টার বেশি হলে দুটোই মেয়ে হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

পরিশেষে বলবো, ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চাইলে অবশ্যই আগে বাচ্চা করেছে এমন পাখি কিনবেন, বিশেষ করে যদি খুব কম সংখ্যক পাখি সংগ্রহ করতে চান।

৯। ব্রিডিং :

লাভবার্ড ব্রিড করানোর সর্বনিম্ন বয়স হলো ১ বছর, দেড় বছরে করলে সবচেয়ে ভালো হয়। বছরে ২ বারের বেশি ব্রিড করানো উচিত না। এরা সাধারনত ৪-৬ টা ডিম পাড়ে। কখনো কখনো ৮ টা পাড়তেও দেখা যায় কিন্তু তা খুবই কম। মেয়ে পাখি একাই ডিমে তা দেয়। সবকিছু ঠিক থাকলে মোটামুটি ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যেই বাচ্চা ফোটে। মজার ব্যাপার হলো, বাজ্রিগার, ফিঞ্চ এদের বাচ্চা ফুটলে একরকম শব্দ করে। ফলে বাইরে থেকেই বোঝা যায় যে বাচ্চা ফুটেছে। কিন্তু লাভবার্ড এর বাচ্চা এমন কোন শব্দ করে না, তাই বাইরে থেকে বোঝা যায় না। লাভবার্ড এর বাচ্চার বৃদ্ধি সাধারনত বাজ্রি/ফিঞ্চের তুলনায় একটু ধীরে হয়। ৪০-৪৫ দিনের মত সময় লাগে ভালোভাবে খাওয়া শিখতে। মেটিং এর পর থেকে বাচ্চা বড় হওয়া পর্যন্ত এদেরকে যথেষ্ট প্রাইভেসি দিতে হবে। সম্ভব হলে খাচাটি একটু নির্জন জায়গায় মানুষের আড়ালে রাখতে হবে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া খাচার আশেপাশে যাওয়া উচিত নয়। এবং এসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করাও খুব জরুরী।

১০। আয়ুষ্কাল :

লাভবার্ডের গড় আয়ু ৭-৮ বছর হলেও খাঁচায় পর্যাপ্ত যত্ন নিয়ে ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব। যদিও ৭-৮ বছর বয়সী লাভবার্ড দিয়েও ব্রিডিং করানো সম্ভব কিন্তু ৫ বছরের পর আর ব্রিডিং এ না দেয়াই শ্রেয়। দিলেও সেভাবে মেনটেইন করা হয়ে থাকতে হবে, যেমন বড় খাচা, পুষ্টিকর খাবার, নূন্যতম এক বছর বয়স হওয়ার পর ব্রিডিং, যথেষ্ট বিশ্রাম দিয়ে ব্রিডিং ইত্যাদি।

লেখক - [Shanjid Islam Sharod](#) ©

- Adorable Birds Zone (ABZ) ©